তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬
NOV. 2[illegible]

কাপাসিয়ার একটি ভুয়া মাদ্রাসাঃ যেখানে ছাত্রসংখ্যার দ্বিগুণ শিক্ষক

আতাউর রহমান ফারুক, মনোহরদী (নরসিংদী) থেকে ঃ সম্প্রতি কাপাসিয়ায় একটি ভুয়া মাদ্রাসার সন্ধান মিলেছে। যেখানে ছাত্র সংখ্যা ১০ আর শিক্ষক সংখ্যা ২০। কর্তৃপক্ষ একে একটি 'পকেট মাদ্রসা' হিসেবে উল্লেখ করে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করলেও অদ্যাবধি তা হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে।

কাপাসিয়া উপজেলার চরবাঘুয়া মদিনাতুল উলুম ডা. মো. আলী সিনিয়র মাদ্রাসা ও এর অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে এলাকায় অন্তহীন অভিযোগ ও ক্ষোভ বিরাজ করছে দীর্ঘদিন ধরেই। এর ভিত্তিতে সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে এক তদন্ত পরিচালিত হয়। অধিদপ্তরের শিক্ষা পরিদর্শক এস. এম শফিকুল ইসলাম ও অডিটর মমতাজুল করিম ২ ও ৩রা জুলাই পরপর দু'দিন সরজমিন তদন্তে অংশ নেন বলে জানা গেছে। এতে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত মাদ্রাসায় অবস্থানকালে প্রথমদিন ১০ জন ও দ্বিতীয়দিন মাত্র ৯ জন ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি পান বলে তাদের তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে। প্রতিবেদনে সুস্পষ্টভাবেই মাদ্রাসাটিকে একটি ভুয়া মাদ্রাসা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এতে তদন্তকারীরা এমন একটি ভুয়া প্রতিষ্ঠান কেমন করে বছরের পর বছর বোর্ডের স্বীকৃতি ও সরকারি অনুদান পায় রীতিমতো বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। প্রতিষ্ঠানটি অধ্যক্ষের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়ে প্রতি বছর সরকারের ৭/৮ লাখ টাকার আর্থিক অপচয় ঘটছে বলে তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ মন্তব্য করেন। তারা ইতোপূর্বে অনুষ্ঠিত গত ১০-২-৮২, ১৫-১-৯০ ও ৫-৩-৯৬-এ অনুষ্ঠিত পৃথক ৩টি পরিষদর্শনেও মাদ্রাসাটির বিরুদ্ধে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতি ধরা পড়ে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে। তারা উল্লিখিত তিনটি পর্যায়ের পরিদর্শন টিমের সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন না করে অদ্যাবধি এতে সরকারি অনুদান প্রদান অব্যাহত রয়েছে বলে অভিযোগ করেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে পরিচালিত এ তদন্ত প্রতিবেদন মোতাবেক এর পরিচালকের পক্ষ থেকে ১৭ই আগস্ট শিক্ষা সচিবকে একটি পত্র দেয়া হয়। এতে অবিলম্বে চর বাঘুয়া মদিনাতুল উলুম ডা. মো. আলী সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসাটির অনুদান স্থায়ীভাবে বন্ধ করাসহ স্বীকৃতি প্রত্যাহারের সুপারিশ রয়েছে। অধিদপ্তরের পরিচালক প্রফেসর খন্দকার আবদুল মান্নান প্রেরিতে এ চিঠিটি তদন্ত প্রতিবেদনসহ ১৭ই আগস্ট শিক্ষা সচিবের দপ্তরের ডায়েরিভুক্ত হতে দেখা যায়। এরপর এক মাস অতিবাহিত হলেও অদ্যাবধি এ সুপারিশ বাস্তবায়িত হতে দেখা যায়নি। উপরন্তু আর্থিক সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে তদন্ত প্রতিবেদন ধামাচাপা দিতে এলাকার একটি মহল দরকষাকষি শুরু করেছে বলে প্রাপ্ত অভিযোগে জানা গেছে।